বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের কারাগারে প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে

এরিক গ্রিন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ১৪ই ডিসেম্বর -- বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী দি কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) এর মতে, বিশ্বব্যাপী পেশাগত কারণে জেলে গেছেন এমন সাংবাদিকের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এ বছরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর জেলে যাওয়া সাংবাদিকদের এক তৃতীয়াংশ ইন্টারনেটে তথ্য বিতরণের সাথে জড়িত ছিলেন।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক সিপিজের বিশ্বব্যাপী বার্ষিক জরিপে দেখেছে যে, গত পহেলা ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩৪ জন সাংবাদিক জেলে গেছেন যা গত ২০০৫ সালের গণনার তুলনায় ৯ জন বেশী। সিপিজে তার বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, চলতি ২০০৬ সালে জেলে যাওয়া মোট সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ জন ছিলেন ইন্টারনেট সাংবাদিক।

সিপিজে গত ৭ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছে যে, বিশ্বের যে ২৪টি দেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক সাংবাদিককে জেলে পুরেছে তাদের মধ্যে প্রথম চারটি দেশ হচ্ছে- চীন, কিউবা, ইরিত্রিয়া এবং ইথিওপিয়া।

নাশকতা, রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডই বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের জেলে দেয়ার সাধারন অভিযোগ বলে উল্লেখ করে সিপিজে বলেছে যে, ৮৪ জন সাংবাদিককে এসব অভিযোগে জেলে দেয়া হয় যার বেশীর ভাগই চীন. কিউবা এবং ইথিওপিয়ান সরকার কর্তৃক দেয়া হয়েছে।

তবে সিপিজে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করেছে যে, অনেক সাংবাদিককে কোন অভিযোগ অথবা বিচার ছাড়াই জেলে যেতে হয়েছে। সিপিজে বলছে যে, ২০ জন সাংবাদিককে এমনকি সবচেয়ে মৌলিক বিষয়ে প্রাপ্যকে আইনী সহায়তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সিপিজে বলেছে যে, জেলে দেয়া মোট সাংবাদিকের অর্ধেকেরও বেশী হচ্ছে ইরিত্রিয়ার যেখানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি এবং তাদের গোপন স্থানে রাখা হয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক তথ্যও গোপন রাখা হয়।

সর্বোচ্চ ৩১ জন সাংবাদিককে জেলে পাঠিয়ে চীন পর পর ৮ বারের মত বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সাংবাদিককে জেলে প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে আবার ১৯ জন রয়েছেন ইন্টারনেট সাংবাদিক।

সিপিজে বলেছে যে, জেলে পাঠানোর তালিকায় কিউবার অবস্থান দ্বিতীয়। দেশটি ২৪ জন রিপোর্টার, লেখক এবং সম্পাদককে জেলে পাঠায় যাদের অধিকাংশকেই ভিন্নমতাবলম্বী এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের কারণে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তাদেরকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

কিউবার তালিকায় যে সব সাংবাদিকের নাম রয়েছে তাদের প্রায় সকলেই বিদেশী ওয়েব সাইটে সংবাদ ও মন্তব্য প্রেরণ করেছিলেন। ঐ সব সাংবাদিক তাদের প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার না করে বরং ফোন এবং ফ্যাক্স ব্যবহার করেন। তাদের ঐ সব লেখা একবার প্রেরণ করা হলে বিশ্বব্যাপী তা দেখা যায়। তবে কিউবাতে কখনও তা দেখা যায় না। কেননা সেখানকার সরকার ইন্টারনেটে প্রবেশের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করে রেখেছেন।

প্যারিস ভিত্তিক অপর একটি সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স চীন ও কিউবাকে বিশ্বের ১৫টি দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ দেশগুলোকে ইন্টারনেটের শত্রু হিসেবে ধরা করা হয়। (এ সংক্রান্ত রচনা usinfo.state.gov/eur/Archive/2006/Feb/03-300372.html এ পাওয়া যাবে ।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের কিউবা বিষয়ক কর্মকর্তা গত ২৭শে নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স কিউবাকে “সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে খারাপ দেশগুলোর একটি” হিসেবে উল্লেখ করেছে যেখানকার জেলে ৩৩০ জন বিবেকের বন্দী নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সংশ্লিষ্ট রচনা usinfo.state.gov/xarchives/display.htlm?p=washfileenglish&y=2oo6&m=November&x200611281552291xeneerg0.9977686 এ পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটে ভিন্নমতাবলম্বনকারীদের নির্যাতনকারী সরকারগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার। গ্লোবাল ইন্টারনেট ফ্রিডম টাস্ক ফোর্স নামে পরিচিত পররাষ্ট্র দপ্তরের উদ্যোগটি ভিন্নমতাবলম্বনকারীদের চিহ্নিত করা ও শাস্তি দেয়া এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্তি সীমিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহারসহ ইন্টারনেট স্বাধীনতার বিষয়সমূহ বিবেচনা করছে। এ সংক্রান্ত রচনা usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfileenglish&y=2006&m=February&x=20060214161400bcreklaw3.503054e02&t=xarchives/xarchitem.html এ পাওয়া যাবে।

সিপিজে'র জরিপে দেখা যায় যে, সাংবাদিকদের জেলে প্রেরণের ক্ষেত্রে আফ্রিকার মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে ইরিত্রিয়া । সেখানে ২৩ জন সাংবাদিককে জেল দেয়া হয়েছে। এ সকল সাংবাদিককে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে এবং তাদের অবস্থা ক্রমেই উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে বলে সিপিজে জানিয়েছে।

সিপিজে'র নির্বাহী পরিচালক জোয়েল সায়মন বলেছেন যে, চীন ও কিউবায় সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত বিচারে জেল দেয়া হয় এবং তাদের "শোচনীয় অবস্থায় পরিবার থেকে দূরে রাখা হয়। তবে জেল দেয়ার ক্ষেত্রে যে বর্বরতা ও অবিচার করা হচ্ছে সেখানে কোন প্রাপ্য আইনী সহায়তার সুযোগ নেই এবং সাংবাদিকদের অচেতন অবস্থায় ঘুমাতে হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নির্যাতনকারী হচ্ছে ইরিত্রিয়া যেখানে নিয়ন্ত্রনকারী কোন কর্তৃপক্ষ নেই এবং জেলে যাওয়া সাংবাদিকরা বেঁচে আছে কিনা তাও অস্পষ্ট।

গত বছরের নভেম্বর মাসে ইথিওপিয়া ১৮ জন সাংবাদিককে দেশোদ্রোহিতার অভিযোগে জেল দিয়েছে। যদিও এ অভিযোগের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি।

বহু ইন্টারনেট সাংবাদিককে জেলে দেয়া সম্পর্কে সায়মন বলেন, মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য যুদ্ধ করার এখন 'গুরুত্বপূর্ণ' সময়। কেননা একদল শাসিত দেশ ইন্টারনেটে তথ্য নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে। সিপিজে বলেছে যে তার জরিপ শুধুমাত্র ঐ সকল সাংবাদিকের "প্রতিচ্ছবি" যারা পহেলা ডিসেম্বরর মধ্যে কারারুদ্ধ হয়েছে এবং এতে চলতি ২০০৬ সাল ব্যাপী আরও অন্য যে সকল সাংবাদিক জেলে গেছেন বা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাদের এতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

জরিপ সংক্রান্ত সিপিজে'র ওয়েবসাইট www.cpj.org এ পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৫ সালের পররাষ্ট্র দপ্তরের "মানবাধিকার অনুশীলন বিষয়ক কান্ট্রি রিপোর্ট" এ দলিল আকারে রক্ষিত আছে যা www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/index.htm এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*